বঙ্গ রঙ্গ ব্যঙ্গ

সখী, গরম কারে কয়

কার্টুন : মোরশেদ মিঠু

● **ইকবাল খন্দকার**

তারকারা কীভাবে হাই তোলেন, কীভাবে দাঁত ব্রাশ করেন, কীভাবে ভাতের লোকমা বানান– এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়-আশয়ের প্রতি আমাদের যারপরনাই আগ্রহ। কেন আগ্রহ? কারণ আমাদের দৃষ্টিতে তারকারা সাধারণ কোনো মানুষ নয়। সাধারণ জীবনযাপনের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই। আর এ জন্যই সাধারণ মানুষ তাদের নাগাল পায় না। তবে আমার এক বন্ধুর মতে, তারকা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরাজমান এই বৈষম্য দূর করতে পারে একটা মাত্র জিনিস। এই জিনিসটার কারণে সাধারণ মানুষ আর তারকাদের মধ্যে কোনো ফারাক থাকে না।

আমরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, জিনিসটা কী দোস্ত? বন্ধু সহাস্যে বলল, জিনিসটা হচ্ছে গরম। আমরা এবার গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম– গরমের পক্ষে কীভাবে সম্ভব সাধারণ মানুষ আর তারকাদের মধ্যকার ফারাক দূর করা? বন্ধু বলল, তারকাদের ভক্ত আইমিন 'ফ্যান' থাকে। আর গরম পড়লে সাধারণ মানুষের ঘরেও 'ফ্যান' থাকে। অতএব মর্যাদার দিক থেকে উভয়েই সমান হয়ে গেল না? এখন যার কথা বলা হবে, তিনি সম্পর্কে আমার চাচা হন। ছাত্রজীবনে তার যেসব সাবজেক্ট সবচেয়ে অপ্রিয় ছিল, সেগুলোর তালিকায় শীর্ষে ছিল ভূগোল। ভূগোলের বিষয়-আশয় নাকি তার মাথায়ই ঢুকত না। তাই তিনি ভূগোল থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতেন। সেই চাচাকেই দেখা গেল ভূগোল বই খুঁজছেন পড়ার জন্য। আমরা তো হতভম্ব। যে লোক ছাত্রজীবনেই ভূগোল বই ধরে দেখল না, সে এই বয়সে কেন ভূগোল বই পড়তে চাইবে। চাচাকে কারণটা জিজ্ঞেসই করে ফেললাম। চাচা বললেন, ভূগোল বইয়ে তো বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর বর্ণনা দেয়া থাকে। তাই ভূগোল বই পড়ে জানতে চাচ্ছিল এই সিজনে কোন কোন দেশের জলবায়ু ঠা-া। মানে এখন কোন কোন দেশে শীত চলছে। যেসব দেশে শীত চলছে জানব, যত টাকা লাগে আমি দুই মাসের জন্য সেসব দেশের যে কোনো একটায়...। গরম আর সহ্য করতে পারছি না। এটুকু বলার পর চাচা আরেকটা কথা বললেন– যেই দেশেই যাই, তোর চাচীরে সঙ্গে নেব না। কারণ কথায় কথায় সে আমারে কষ্ট দেয়। ঠা-ার খোঁজে হয়তো ঠা-া একটা দেশে গেলাম। সে সঙ্গে থাকলে হবে কী, কথায় কথায় আমারে কষ্ট দেবে। কষ্ট পেয়ে আমি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ব। দীর্ঘশ্বাস কিন্তু গরম হয়। তো এই দীর্ঘশ্বাসের গরমে ওই ঠা-া দেশও গরম হয়ে যাবে।

চাচার কথার সূত্র ধরে এখানে একটা সম্পূরক প্রশ্ন রাখা যেতে পারে। আমাদের দেশে এই যে এত বেশি গরম, এই গরম কি তাহলে আমাদের সবার দীর্ঘশ্বাসেরই ফসল? সরি, একটু বেশি সিরিয়াস প্রশ্ন করে ফেললাম বোধ হয়। না, এত সিরিয়াস হওয়া চলবে না। আমার এক পরিচিতজনের মতে, গরম বন্ধ করার একমাত্র উপায়, দা, কুড়াল, করাত জাতীয় যত সরঞ্জাম আছে, সবগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। তাহলে কেউ এসব সরঞ্জাম রাখবেও না, গাছও কাটতে পারবে না। আর গাছ না কাটলে এমনি গরম কমে যাবে। আরেকজনের বক্তব্য এমন– গরম কমাতে হলে বেশি বেশি তালগাছ লাগাতে হবে। তালগাছ লাগালে তালগাছের পাতা দিয়ে পাখা বানিয়ে বাতাস করা যাবে। লোডশেডিংয়ের যত মহোৎসবই চলুক না কেন, বাতাসের অভাব হবে না ■

একের ভেতরে আরেক

বেলজিয়াম নামে একটা দেশ আছে, নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। বেলজিয়ামের ভেতরে কিন্তু একটা না, রীতিমতো দুই দুইটা ফল আছে। সেই ফল দুটো হলো–

সেই বিখ্যাত জাহাজের নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। আরে ওই যে টাইটানিক। বিশাল আকারের জাহাজ। এই বিশাল আকারের জাহাজের ভেতরে কিন্তু ছোট্ট একটা জিনিস আছে। জিনিসটা হচ্ছে–

চাওয়া | অতি | সামান্য

● আমরা সোনা-দানা চাই না, হীরা-জহরত তো চাই-ই না। এত দামি জিনিসের কোনো দরকারই আমাদের নেই। আমাদের চাওয়া অতি সামান্য। এই সামান্য চাওয়ার সুবাদে আমরা চাই– একটা কাঁথা। না না, নকশি কাঁথা না। আমরা চাই একটা ছেঁড়া কাঁথা। ছেঁড়া কাঁথা কেন? কারণ জানা গেছে, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে নাকি লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা সম্ভব।

● আমরা গিটার চাই না, পিয়ানো চাই না, ড্রাম-প্যাড তো চাই-ই না। এত দামি বাদ্যযন্ত্রের কোনো দরকারই আমাদের নেই। আমাদের চাওয়া অতি সামান্য। আমরা চাই– একটা বাঁশি। পিতলের বাঁশির দরকার নেই। বাঁশের ভালো একটা বাঁশি হলেই চলবে। যাতে ভালো বাঁশিটা সম্পর্কে বলতে পারি– 'ভালো বাঁশি, ভালো বাঁশি'। যা শুনে মানুষ ভাববে আমরা বলছি 'ভালোবাসি, ভালোবাসি'।